মুদ্রা ও মুদ্রা বিনিময় হার সংক্রান্ত ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন

জুলাই-সেপ্টেম্বর ২০২৩

গবেষণা বিভাগ

(মানি এন্ড ব্যাংকিং উইং)

বাংলাদেশ ব্যাংক

প্রতিবেদনটি গবেষণা বিভাগের মানি এন্ড ব্যাংকিং উইং কর্তৃক প্রস্তুত করা হয়েছে। এ প্রতিবেদন সম্পর্কে কোন মতামত/পরামর্শ থাকলে তা সৈয়দা ইশরাত জাহান, অতিরিক্ত পরিচালক, গবেষণা বিভাগ (syeda.jahan@bb.org.bd) এবং শাহ্ মোঃ সুমন, যুগ্ম-পরিচালক, গবেষণা বিভাগ (sm.sumon@bb.org.bd) বরাবর ই-মেইলে জানানো যেতে পারে।

মুদ্রা ও মুদ্রা বিনিময় হার সংক্রান্ত ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন

জুলাই-সেপ্টেম্বর ২০২৩

সম্পাদনা টিম

সম্পাদক

মোছাঃ নূর নাহার বেগম, পরিচালক (গবেষণা)

সদস্যবৃন্দ

সৈয়দা ইশরাত জাহান, অতিরিক্ত পরিচালক (গবেষণা)

শাহ্ মোঃ সুমন, যুগ্ম-পরিচালক (গবেষণা)

মুদ্রা ও মুদ্রা বিনিময় হার সংক্রান্ত ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন

(জুলাই-সেপ্টেম্বর ২০২৩)

সারসংক্ষেপ

মুদ্রা, ঋণ ও মূল্যস্ফীতি পরিস্থিতি

- ২০২৩-২৪ অর্থবছরের জুলাই-সেপ্টেম্বর ত্রৈমাসিক শেষে মুদ্রা সরবরাহ পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিক হতে ০.৫৩ শতাংশ হ্রাস পেয়ে ১৮৭৭২.৪৬ বিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায়। বাৎসরিক ভিত্তিতে সেপ্টেম্বর'২৩ শেষে ব্যাপক মুদ্রা (M2) সরবরাহ বৃদ্ধির হার দাঁড়িয়েছে ৮.৯৬ শতাংশ, যা ডিসেম্বর'২৩ এর লক্ষ্যমাত্রা ৯.৫০ শতাংশের তুলনায় কম হলেও পূর্ববর্তী বছরের একই সময়ের প্রবৃদ্ধির (৮.৬৪ শতাংশ) তুলনায় বেশি। *মূলতঃ নীট বৈদেশিক সম্পদ হ্রাস পাওয়ায় মুদ্রা সরবরাহের প্রবৃদ্ধি লক্ষ্যমাত্রার তুলনায় কম হয়েছে। অন্যভাবে বলা যায়, আমদানি ব্যয় কমে আসলেও মূলতঃ লেনদেন ভারসাম্যের আর্থিক হিসাবে ঘাটতির সূত্রে নীট বৈদেশিক সম্পদ আলোচ্য সময়কালে হ্রাস পেয়েছে, যা প্রক্ষেপিত মাত্রার তুলনায় মুদ্রা সরবরাহের ধীর প্রবৃদ্ধির মূল কারণ।*
- অভ্যন্তরীণ ঋণের পরিমাণ পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিকের তুলনায় ০.২০ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়ে ১৯৩০৫.৭১ বিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায়। বাৎসরিক ভিত্তিতে সেপ্টেম্বর'২৩ শেষে অভ্যন্তরীণ ঋণের প্রবৃদ্ধি দাঁড়িয়েছে ১২.৮৯ শতাংশ, যা ডিসেম্বর'২৩ এর ১৬.৯০ শতাংশ প্রক্ষেপিত প্রবৃদ্ধি ও পূর্ববর্তী বছরের একই সময়ের ১৬.৪২ শতাংশ প্রকৃত প্রবৃদ্ধির তুলনায় অনেকটা কম রয়েছে। *আলোচ্য সময়ে বেসরকারি খাতে ঋণের প্রবৃদ্ধি কিছুটা কম হওয়ায় এবং সরকারি খাতের ঋণের প্রবৃদ্ধিও হ্রাস পাওয়ায়, মোট অভ্যন্তরীণ ঋণের প্রবৃদ্ধি লক্ষ্যমাত্রা এবং পূর্ববর্তী বছরের প্রকৃত প্রবৃদ্ধির তুলনায় অনেক কম হয়েছে।*
- বাৎসরিক ভিত্তিতে সেপ্টেম্বর'২৩ শেষে ব্যাংক ব্যবস্থা থেকে গৃহীত সরকারের ক্রমপুঞ্জিভূত নীট ঋণ এর স্থিতি ২৬.৮১ শতাংশ বৃদ্ধি পায়, যা পূর্ববর্তী বছরের একই সময় শেষে ২৮.৫৪ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছিল। *উল্লেখ্য, সরকারের বেশ কিছু মেগা প্রকল্প ইতোমধ্যে বাস্তবায়ন হওয়ায় এবং বর্তমান সামষ্টিক অর্থনৈতিক পরিস্থিতি বিবেচনায় সরকারের গৃহীত কৃচ্ছতা নীতির কারণে আলোচ্য ত্রৈমাসিকে ব্যাংক ব্যবস্থা হতে সরকারি খাতে প্রদত্ত ঋণের পরিমাণ কিছুটা হ্রাস পেয়েছে।*
- বাৎসরিক ভিত্তিতে সেপ্টেম্বর'২৩ শেষে বেসরকারি খাতে ঋণের প্রবৃদ্ধি দাঁড়িয়েছে ৯.৬৯ শতাংশ, যা ডিসেম্বর'২৩ এর লক্ষ্যমাত্রা ১০.৯০ শতাংশ এবং পূর্ববর্তী বছরের একই সময়ের প্রবৃদ্ধির(১৩.৯৩ শতাংশ) তুলনায় কম রয়েছে। মোট অভ্যন্তরীণ ঋণে বেসরকারি খাতের অংশ সেপ্টেম্বর'২২ শেষের ৮০.৬৬ শতাংশ থেকে হ্রাস পেয়ে সেপ্টেম্বর'২৩ শেষে ৭৮.৩৭ শতাংশে দাঁড়ায়। *মূল্যস্ফীতির উর্ধ্বগতি হ্রাসকল্পে সংকোচনমূলক মুদ্রানীতি গ্রহণ এবং ব্যাংকিং ব্যবস্থায় তারল্যের চাপ এর কারণে আলোচ্য সময়ে বেসরকারি খাতে ঋণের প্রবৃদ্ধি কিছুটা হ্রাস পেয়েছে বলে প্রতীয়মান হয়।*
- রিজার্ভ মুদ্রার পরিমাণ পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিক শেষের ৩৮৩৫.৮৫ বিলিয়ন টাকার তুলনায় ১০.২৬ শতাংশ হ্রাস পেয়ে ৩৪৪২.৩৪ বিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায়। এছাড়া, বাৎসরিক ভিত্তিতে সেপ্টেম্বর'২৩ শেষে রিজার্ভ মুদ্রার প্রবৃদ্ধি দাঁড়িয়েছে ১.২২ শতাংশ, যা ডিসেম্বর'২৩ এর লক্ষ্যমাত্রা শূন্য প্রবৃদ্ধি অর্থাৎ অপরিবর্তীত থাকার বিপরীতে কিছুটা বৃদ্ধি হলেও পূর্ববর্তী বছরের একই সময় শেষের ৫.১৮ শতাংশ প্রকৃত প্রবৃদ্ধির তুলনায় অনেকাংশে কম রয়েছে। *বাৎসরিক ভিত্তিতে সেপ্টেম্বর'২৩ শেষে বাংলাদেশ ব্যাংকের নীট বৈদেশিক সম্পদের ঋণাত্মক প্রবৃদ্ধি রিজার্ভ মুদ্রার ধীর প্রবৃদ্ধিতে ভূমিকা রেখেছে বলে প্রতীয়মান হয়।*
- নভেম্বর'২৩ শেষে পয়েন্ট-টু-পয়েন্ট ভিত্তিক মূল্যস্ফীতি কিছুটা হ্রাস পেয়ে ৯.৪৯ শতাংশে দাঁড়ালেও নিম্নতর base effect এর কারণে বারো মাসের গড় মূল্যস্ফীতি বৃদ্ধি পেয়ে ৯.৪২ শতাংশে দাঁড়িয়েছে। মূলতঃ পয়েন্ট-টু-পয়েন্ট ভিত্তিক খাদ্য-মূল্যস্ফীতি বৃদ্ধি সত্ত্বেও অগাস্ট'২৩ থেকে খাদ্য-বহির্ভূত মূল্যস্ফীতি হ্রাস পাওয়ায় পয়েন্ট-টু-পয়েন্ট ভিত্তিক মূল্যস্ফীতি সামান্য হ্রাস পেয়েছে। *জ্বালানি মূল্যের উর্ধ্বমুখী সমন্বয়, transport cost বৃদ্ধি এবং বিনিময় হারে অবচিতি সাম্প্রতিক উচ্চ মূল্যস্ফীতির প্রভাবকরূপে কাজ করছে।*

তারল্য, সুদ হার ও শ্রেণিবিন্যাসিত ঋণ পরিস্থিতি

- ব্যাংকসমূহের বিধিবদ্ধ রিজার্ভের অতিরিক্ত তরল সম্পদের (সিআরআর ও এসএলআর সংরক্ষণ করার পর) পরিমাণ সেপ্টেম্বর'২৩ শেষে সামান্য হ্রাস পেয়ে দাঁড়ায় ১৬৪৪.৪০ বিলিয়ন টাকা, যা জুন'২৩ শেষে ছিল ১৬৬২.৮৮ বিলিয়ন টাকা। *আমদানি ব্যয় মিটানোর নিমিত্তে কেন্দ্রীয় ব্যাংক হতে বৈদেশিক মুদ্রা ক্রয়ের পাশাপাশি চলতি অর্থবছরে গৃহীত*

সংকোচনমূলক মুদ্রানীতির কারণে তারল্য ব্যবস্থাপনার দিক থেকে ব্যাংকিং খাত বর্তমানে কিছুটা চাপের মধ্যে রয়েছে। সর্বশেষ প্রাপ্ত তথ্যানুযায়ী, অক্টোবর'২৩ শেষে অতিরিক্ত তরল সম্পদের পরিমাণ আরো হ্রাস পেয়ে দাঁড়িয়েছে ১৫৯৩.৯২ বিলিয়ন টাকা।

- সেপ্টেম্বর'২৩ শেষে গড় ভারীত সুদ হার এবং আগামের গড় ভারীত সুদ হার জুন'২৩ শেষের ৪.৩৮ শতাংশ এবং ৭.৩১ শতাংশের তুলনায় বৃদ্ধি পেয়ে যথাক্রমে ৪.৫২ শতাংশ এবং ৭.৮৩ শতাংশে দাঁড়ায়। *গড়-ভারীত সুদহার বৃদ্ধিতে বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক গৃহীত কয়েক দফায় নীতি সুদহার বৃদ্ধি, আমানতে সুদহার পরিসীমা প্রত্যাহার এবং ঋণের সুদহার বাজারমুখী করার প্রয়াসের পাশাপাশি ব্যাংকিং খাতে তারল্য চাপের উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রয়েছে বলে প্রতীয়মান হয়।*
- ব্যাংকিং ব্যবস্থায় মোট ঋণে শ্রেণিবিন্যাসিত ঋণের (NPL) অনুপাত সেপ্টেম্বর'২৩ শেষে ৯.৯৩ শতাংশে দাঁড়ায়, যা জুন'২৩ ও সেপ্টেম্বর'২২ শেষে ছিল যথাক্রমে ১০.১১ শতাংশ ও ৯.৩৬ শতাংশ। *করোনা পরবর্তীতে ব্যাংকিং খাতের ঋণ শ্রেণীবিন্যাসিতকরণের বিধি-বিধান কঠোর করার কারণে ডিসেম্বর'২২ পরবর্তী সময়ে NPL উর্ধ্বমুখী থাকলেও সাম্প্রতিক সময়ে তা সামান্য হ্রাস পেয়েছে। এছাড়া, NPL হ্রাস এবং ঋণের যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিতকরণে, ইচ্ছাকৃত খেলাপী ঋণগ্রহীতা চিহ্নিতকরণ ও শাস্তিমূলক ব্যবস্থাদির সুস্পষ্ট নীতিমালাসহ গেজেট আকারে প্রকাশিত ব্যাংক-কোম্পানী (সংশোধন) আইন, ২০২৩ (২০২৩ সনের ১৩ নং আইন) এক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে।*

বৈদেশিক লেনদেন ও বিনিময় হার পরিস্থিতি

- *পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিকের তুলনায় জুলাই-সেপ্টেম্বর ২০২৩ সময়কালে রেমিট্যান্সের অন্তঃপ্রবাহ হ্রাস স্বত্ত্বেও রপ্তানি আয়ের প্রবৃদ্ধি ও আমদানি ব্যয়ের নিম্নমুখী গতিধারার সূত্রে বাণিজ্য ভারসাম্যে ঘাটতি অনেকটা হ্রাস পাওয়ার সূত্রে চলতি হিসাব ভারসাম্যে (Current Account Balance) উদ্বৃত্ত হয়েছে। অন্যদিকে, আলোচ্য সময়ে অন্যান্য স্বল্প-মেয়াদি ঋণ (নীট) ও ট্রেড ক্রেডিট এর পরিশোধ উল্লেখযোগ্যভাবে বেড়ে যাওয়ায় আর্থিক হিসাবে ঘাটতি দেখা দেয় (সারণি-১)। ফলে, জুলাই-সেপ্টেম্বর ২০২৩ সময়ে চলতি হিসাব উদ্বৃত্ত হলেও আর্থিক হিসাবে উল্লেখযোগ্য পরিমাণ ঘাটতি হওয়ায় সার্বিক লেনদেন ভারসাম্যে ২৮৫৪ মিলিয়ন মার্কিন ডলার ঘাটতি পরিলক্ষিত হয়। জুলাই-সেপ্টেম্বর ২০২৩ ত্রৈমাসিকে বৈদেশিক লেনদেন সম্পর্কিত উল্লেখযোগ্য দিকসমূহ নিম্নে তুলে ধরা হলোঃ*
  - জুলাই-সেপ্টেম্বর ২০২৩ ত্রৈমাসিকে রপ্তানি আয় (এফওবি) পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিকের তুলনায় ০.৭৫ শতাংশ হ্রাস পেলেও পূর্ববর্তী বছরের একই ত্রৈমাসিকের তুলনায় ৯.৮৪ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়ে সেপ্টেম্বর'২৩ শেষে ১২৯৩০.০ মিলিয়ন মার্কিন ডলারে দাঁড়িয়েছে।
  - আলোচ্য ত্রৈমাসিকে আমদানি ব্যয়ের (এফওবি) পরিমাণ পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিকের তুলনায় ৫.১৯ শতাংশ হ্রাস এবং পূর্ববর্তী বছরের একই ত্রৈমাসিকের তুলনায় ২৩.৭৬ শতাংশ হ্রাস পেয়ে সেপ্টেম্বর'২৩ শেষে ১৪৭৫০.০ মিলিয়ন মার্কিন ডলারে দাঁড়িয়েছে।
  - প্রবাসী বাংলাদেশীদের প্রেরিত অর্থের পরিমাণ আলোচ্য ত্রৈমাসিকে পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিকের তুলনায় ১২.০ শতাংশ হ্রাস এবং পূর্ববর্তী বছরের একই ত্রৈমাসিকের তুলনায় ১৩.৫ শতাংশ হ্রাস পেয়ে সেপ্টেম্বর'২৩ শেষে ৪৯০৭.০ মিলিয়ন মার্কিন ডলারে দাঁড়িয়েছে।

- আন্তঃব্যাংক বৈদেশিক মুদ্রা বাজারে সেপ্টেম্বর'২৩ শেষে ডলার প্রতি টাকার মূল্যমান পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিক শেষের তুলনায় শতকরা ১.৯৪ ভাগ অবচিতি (depreciation) হয়ে ১১০.৫০ টাকায় দাঁড়ায় এবং সর্বশেষ প্রাপ্ত তথ্যানুযায়ী ১৪ ডিসেম্বর ২০২৩ তারিখে টাকা-ডলার বিনিময় হার দাঁড়িয়েছে ১১০.২৫ টাকা।
- সেপ্টেম্বর'২৩ শেষে গ্রস অফিসিয়াল রিজার্ভ এবং বিপিএম৬ অনুযায়ী রিজার্ভ দাঁড়ায় যথাক্রমে ২৬৯১১.০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার ও ২১০৫৯.৮ মিলিয়ন মার্কিন ডলার, যা ৪.৭ মাসের সম্ভাব্য আমদানি ব্যয়ের সমান। সর্বশেষ প্রাপ্ত তথ্যানুযায়ী, ৩১ ডিসেম্বর ২০২৩ তারিখে গ্রস রিজার্ভ এবং বিপিএম৬ অনুযায়ী রিজার্ভ দাঁড়িয়েছে যথাক্রমে ২৭১৩০.০৪ মিলিয়ন মার্কিন ডলার ও ২১৮৬৭.৫৬ মিলিয়ন মার্কিন ডলারে।

মুদ্রা ও মুদ্রা বিনিময় হার সংক্রান্ত ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন

(জুলাই-সেপ্টেম্বর ২০২৩)

বিশ্ব অর্থনীতির অনিশ্চয়তামূলক পরিস্থিতি এবং দেশীয় সামষ্টিক অর্থনীতিতে উচ্চ মূল্যস্ফীতি, বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ ক্রমাগত হ্রাস ও ডলারের বিপরীতে টাকার বিনিময় হারে অবচিতি চাপের চ্যালেঞ্জকে সামনে রেখে ২০২৩-২৪ অর্থবছরের প্রথমার্ধের জন্য সংকোচনমূলক মুদ্রানীতি প্রণয়ন করা হয়েছে। এ মুদ্রানীতিতে ডিসেম্বর'২৩ পর্যন্ত অভ্যন্তরীণ ঋণের ১৬.৯ শতাংশ প্রবৃদ্ধির লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে সেপ্টেম্বর'২৩ শেষে প্রকৃত প্রবৃদ্ধি হয়েছে ১২.৮৯ শতাংশ, এবং বেসরকারি খাতে ঋণের ১০.৯ শতাংশ প্রবৃদ্ধি লক্ষ্যমাত্রার তুলনায় সেপ্টেম্বর'২৩ শেষে প্রবৃদ্ধি হয়েছে ৯.৬৯ শতাংশ। প্রাপ্ত তথ্যানুযায়ী, নভেম্বর'২৩ শেষে গড় সার্বিক মূল্যস্ফীতি দাঁড়িয়েছে ৯.৪২ শতাংশ, যা ২০২৩-২৪ অর্থবছরের জন্য নির্ধারিত মূল্যস্ফীতি সিলিং (৬.০০ শতাংশ) এর তুলনায় অনেক বেশি। জ্বালানি মূল্যের উর্ধ্বমুখী সমন্বয়, transport cost বৃদ্ধি এবং বিনিময় হারে অবচিতি সাম্প্রতিক উচ্চ মূল্যস্ফীতির প্রভাবকরূপে কাজ করছে। জুলাই-সেপ্টেম্বর ২০২৩ সময়কালে লেনদেন ভারসাম্যের চলতি হিসাব উদ্বৃত্ত হলেও আর্থিক হিসাবে উল্লেখযোগ্য পরিমাণ ঘাটতির প্রেক্ষিতে সার্বিক লেনদেন ভারসাম্যে ২৮৫৪ মিলিয়ন মার্কিন ডলার ঘাটতি হয় যা টাকা-ডলার বিনিময় হারে অবচিতি চাপের পাশাপাশি বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভের উপরও নেতিবাচক চাপ সৃষ্টি করছে।

১। মুদ্রা ও ঋণ পরিস্থিতি

মুদ্রা সরবরাহ (M2)

২০২৩-২৪ অর্থবছরের জুলাই-সেপ্টেম্বর ত্রৈমাসিক শেষে মুদ্রা সরবরাহ পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিক শেষের ১৮৮৭১.৬৮ বিলিয়ন টাকার তুলনায় ০.৫৩ শতাংশ হ্রাস পেয়ে ১৮৭৭২.৪৬ বিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায়। পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিক এবং পূর্ববর্তী বছরের একই ত্রৈমাসিক শেষে মুদ্রা সরবরাহ বৃদ্ধি পেয়েছিল যথাক্রমে ৬.১০ শতাংশ ও ০.৮৬ শতাংশ (সংযোজনী-১)। মুদ্রা সরবরাহের উৎসভিত্তিক বিশ্লেষণ হতে দেখা যায়, আলোচ্য ত্রৈমাসিক শেষে নীট বৈদেশিক সম্পদ ৭.৩৯ শতাংশ হ্রাস এবং নীট অভ্যন্তরীণ সম্পদ ০.৮৬ শতাংশ বৃদ্ধি পায়। বাৎসরিক ভিত্তিতে সেপ্টেম্বর'২৩ শেষে ব্যাপক মুদ্রা (M2) সরবরাহ বৃদ্ধির হার দাঁড়িয়েছে ৮.৯৬ শতাংশ, যা ডিসেম্বর'২৩ এর লক্ষ্যমাত্রা ৯.৫০ শতাংশের তুলনায় কম হলেও পূর্ববর্তী বছরের একই সময়ের প্রবৃদ্ধির (৮.৬৪ শতাংশ) তুলনায় বেশি। উল্লেখ্য, বাৎসরিক ভিত্তিতে সেপ্টেম্বর'২৩ শেষে নীট অভ্যন্তরীণ সম্পদ ১৪.১৭ শতাংশ বৃদ্ধি পেলেও নীট বৈদেশিক সম্পদ ১২.৫৬ শতাংশ হ্রাস পায় (চার্ট-১)। মূলতঃ নীট বৈদেশিক সম্পদ হ্রাস পাওয়ায় মুদ্রা সরবরাহের প্রবৃদ্ধি লক্ষ্যমাত্রার তুলনায় কম হয়েছে। অন্যভাবে বলা যায়, আমদানি ব্যয় কমে আসলেও মূলতঃ লেনদেন ভারসাম্যের আর্থিক হিসাবে ঘাটতির সূত্রে নীট বৈদেশিক সম্পদ আলোচ্য সময়কালে হ্রাস পেয়েছে, যা প্রক্ষেপিত মাত্রার তুলনায় মুদ্রা সরবরাহের ধীর প্রবৃদ্ধির মূল কারণ।

চার্ট-১ঃ মুদ্রা যোগানের (এম২) প্রবৃদ্ধি (y-o-y)

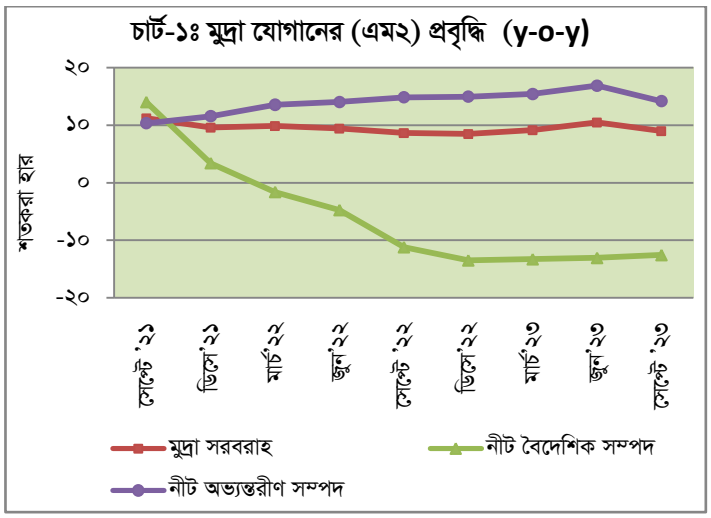

উৎসঃ পরিসংখ্যান বিভাগ, বাংলাদেশ ব্যাংক।

অভ্যন্তরীণ ঋণ

জুলাই-সেপ্টেম্বর ২০২৩ ত্রৈমাসিক শেষে মোট অভ্যন্তরীণ ঋণ পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিক শেষের ১৯২৬৭.৭১ বিলিয়ন টাকার তুলনায় ০.২০ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়ে ১৯৩০৫.৭১ বিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায়, যা পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিকে বৃদ্ধি পেয়েছিল ৬.১০ শতাংশ। বাৎসরিক ভিত্তিতে সেপ্টেম্বর'২৩ শেষে অভ্যন্তরীণ ঋণে প্রবৃদ্ধি দাঁড়িয়েছে ১২.৮৯ শতাংশ, যা ডিসেম্বর'২৩ এর ১৬.৯০ শতাংশ প্রক্ষেপিত প্রবৃদ্ধি ও পূর্ববর্তী বছরের একই সময়ের ১৬.৪২ শতাংশ প্রকৃত প্রবৃদ্ধির তুলনায় অনেকটা কম রয়েছে। অভ্যন্তরীণ ঋণের উপাদানভিত্তিক বিশ্লেষণে দেখা যায়, আলোচ্য সময়ে বেসরকারি খাতে ঋণের প্রবৃদ্ধি কিছুটা কম হওয়ায় এবং সরকারি খাতের ঋণের প্রবৃদ্ধিও হ্রাস পাওয়ায়, মোট অভ্যন্তরীণ ঋণের প্রবৃদ্ধির লক্ষ্যমাত্রা এবং পূর্ববর্তী বছরের প্রকৃত প্রবৃদ্ধির তুলনায় অনেক কম হয়েছে।

চার্ট-২ঃ মোট অভ্যন্তরীণ ঋণের প্রবৃদ্ধি (y-o-y)

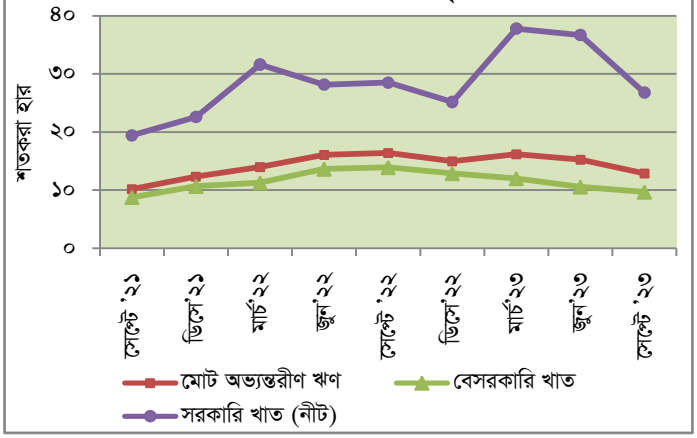

উৎসঃ পরিসংখ্যান বিভাগ, বাংলাদেশ ব্যাংক।

ব্যাংক ব্যবস্থা থেকে গৃহীত সরকারের ক্রমপুঁজিভূত (cumulative) নীট ঋণ[১] এর স্থিতি জুন'২৩ শেষের তুলনায় ৪.২৪ শতাংশ হ্রাস পেয়ে আলোচ্য ত্রৈমাসিক শেষে ৩৭০৯.২১ বিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায়, যা পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিক শেষে ১৯.৩৫ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছিল। বাৎসরিক ভিত্তিতে সেপ্টেম্বর'২৩ শেষে ব্যাংক ব্যবস্থা থেকে গৃহীত সরকারের ক্রমপুঁজিভূত নীট ঋণ এর স্থিতি ২৬.৮১ শতাংশ বৃদ্ধি পায়, যা পূর্ববর্তী বছরের একই সময় শেষে ২৮.৫৪ শতাংশ ছিল। উল্লেখ্য, সরকারের বেশ কিছু মেগা প্রকল্প ইতোমধ্যে বাস্তবায়ন হওয়ায় এবং বর্তমান সামষ্টিক অর্থনৈতিক পরিস্থিতি বিবেচনায় সরকারের গৃহীত কৃচ্ছতা নীতির কারণে আলোচ্য ত্রৈমাসিকে ব্যাংক ব্যবস্থা হতে সরকারি খাতে প্রদত্ত ঋণের পরিমাণ কিছুটা হ্রাস পেয়েছে।

বাৎসরিক ভিত্তিতে সেপ্টেম্বর'২৩ শেষে বেসরকারি খাতে ঋণের প্রবৃদ্ধি দাঁড়িয়েছে ৯.৬৯ শতাংশ, যা ডিসেম্বর'২৩ এর লক্ষ্যমাত্রা ১০.৯০ শতাংশ এবং পূর্ববর্তী বছরের একই সময়ের প্রবৃদ্ধির (১৩.৯৩ শতাংশ) তুলনায় কম (চার্ট-২)। মোট অভ্যন্তরীণ ঋণে বেসরকারি খাতের অংশ সেপ্টেম্বর'২২ শেষের ৮০.৬৬ শতাংশ থেকে হ্রাস পেয়ে সেপ্টেম্বর'২৩ শেষে ৭৮.৩৭ শতাংশে দাঁড়ায়। মূল্যস্ফীতির উর্ধ্বগতি হ্রাসকল্পে সংকোচনমূলক মুদ্রানীতি গ্রহণ এবং ব্যাংকিং ব্যবস্থায় তারল্যের চাপ এর কারণে আলোচ্য সময়ে বেসরকারি খাতে ঋণের প্রবৃদ্ধি কিছুটা হ্রাস পেয়েছে বলে প্রতীয়মান হয়।

নীট বৈদেশিক সম্পদ (NFA)

জুলাই-সেপ্টেম্বর ২০২৩ ত্রৈমাসিক শেষে ব্যাংক ব্যবস্থার নীট বৈদেশিক সম্পদের পরিমাণ ৭.৩৯ শতাংশ হ্রাস পেয়ে ২৯৩৩.১৮ বিলিয়ন টাকায় দাঁড়িয়েছে, যা পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিক শেষে ২.৪৭ শতাংশ বৃদ্ধি এবং পূর্ববর্তী বছরের একই ত্রৈমাসিক শেষে ৭.৯২ শতাংশ হ্রাস পেয়েছিল। বাৎসরিক ভিত্তিতে সেপ্টেম্বর'২৩ শেষে নীট বৈদেশিক সম্পদ ১২.৫৬ শতাংশ হ্রাস পেয়েছে, যা ডিসেম্বর'২৩ এর প্রক্ষেপিত পরিমাণের (২০.৩০ শতাংশ হ্রাস) চেয়ে কম হ্রাস পেলেও পূর্ববর্তী বছরের একই সময় শেষের ১১.১৬ শতাংশ হ্রাসের তুলনায় বেশি।

[১] accrued interest সহ

রিজার্ভ মুদ্রা

জুলাই-সেপ্টেম্বর ২০২৩ ত্রৈমাসিক শেষে রিজার্ভ মুদ্রার পরিমাণ পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিক শেষের ৩৮৩৫.৮৫ বিলিয়ন টাকার তুলনায় ১০.২৬ শতাংশ হ্রাস পেয়ে ৩৪৪২.৩৪ বিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায়। উল্লেখ্য, পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিক শেষে রিজার্ভ মুদ্রা ১০.৯৯ শতাংশ বৃদ্ধি এবং পূর্ববর্তী বছরের একই ত্রৈমাসিক শেষে ২.০৪ শতাংশ হ্রাস পেয়েছিল। আলোচ্য ত্রৈমাসিক শেষে বাংলাদেশ ব্যাংকের নীট অভ্যন্তরীণ সম্পদের পরিমাণ পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিক শেষের ৯৬০.৮৭ বিলিয়ন টাকা থেকে ১১.২৭ শতাংশ হ্রাস পেয়ে ৮৫২.৫৬ বিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায় এবং নীট বৈদেশিক সম্পদের পরিমাণ ২৮৭৪.৯৮ বিলিয়ন টাকা থেকে ৯.৯২ শতাংশ হ্রাস পেয়ে ২৫৮৯.৭৮ বিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায়। নীট অভ্যন্তরীণ সম্পদ ও নীট বৈদেশিক সম্পদ উভয়ের হ্রাসই আলোচ্য ত্রৈমাসিক শেষে রিজার্ভ মুদ্রা হ্রাসে ভূমিকা রেখেছে। এছাড়া, বাৎসরিক ভিত্তিতে সেপ্টেম্বর'২৩ শেষে রিজার্ভ মুদ্রার প্রবৃদ্ধি দাঁড়িয়েছে ১.২২ শতাংশ, যা ডিসেম্বর'২৩ এর লক্ষ্যমাত্রা শূন্য প্রবৃদ্ধি অর্থাৎ অপরিবর্তীত থাকার বিপরীতে কিছুটা বৃদ্ধি পেলেও পূর্ববর্তী বছরের একই সময় শেষের প্রকৃত প্রবৃদ্ধি ৫.১৮ শতাংশের তুলনায় অনেকাংশে কম (চার্ট-৩)। বাৎসরিক ভিত্তিতে সেপ্টেম্বর'২৩ শেষে বাংলাদেশ ব্যাংকের নীট বৈদেশিক সম্পদের ঋণাত্মক প্রবৃদ্ধি রিজার্ভ মুদ্রার ধীর প্রবৃদ্ধিতে ভূমিকা রেখেছে ।

চার্ট-৩ঃ রিজার্ভ মুদ্রার প্রবৃদ্ধি (y-o-y)

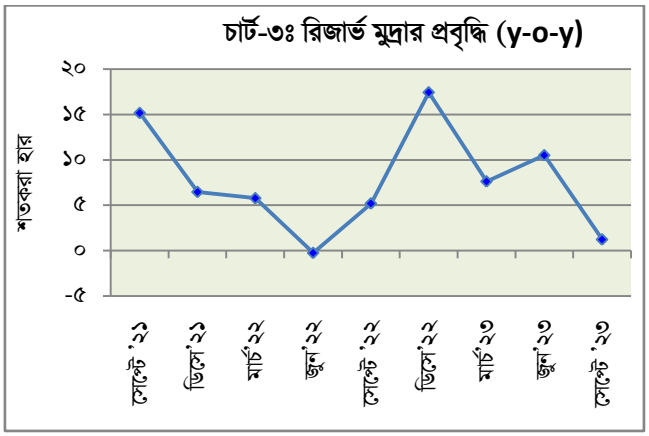

উৎসঃ পরিসংখ্যান বিভাগ, বাংলাদেশ ব্যাংক।

২। তারল্য পরিস্থিতি

জুন'২৩ শেষের তুলনায় সেপ্টেম্বর'২৩ শেষে ব্যাংকসমূহের বিধিবদ্ধ রিজার্ভের অতিরিক্ত তরল সম্পদের (সিআরআর ও এসএলআর সংরক্ষণ করার পর) পরিমাণ সামান্য হ্রাস পেয়ে দাঁড়ায় ১৬৪৪.৪০ বিলিয়ন টাকা। জুন'২৩ শেষে অতিরিক্ত তরল সম্পদ ছিল ১৬৬২.৮৮ বিলিয়ন টাকা (চার্ট-৪)। আমদানি ব্যয় মিটানোর নিমিত্তে কেন্দ্রীয় ব্যাংক হতে বৈদেশিক মুদ্রা ক্রয়ের পাশাপাশি চলতি অর্থবছরে গৃহীত সংকোচনমূলক মুদ্রানীতির কারণে তারল্য ব্যবস্থাপনার দিক থেকে ব্যাংকিং খাত বর্তমানে কিছুটা চাপের মধ্যে রয়েছে। সর্বশেষ প্রাপ্ত তথ্যানুযায়ী, অক্টোবর'২৩ শেষে অতিরিক্ত তরল সম্পদের পরিমাণ আরো হ্রাস পেয়ে দাঁড়িয়েছে ১৫৯৩.৯২ বিলিয়ন টাকা।

চার্ট-৪ঃ অতিরিক্ত তরল সম্পদের* গতিধারা

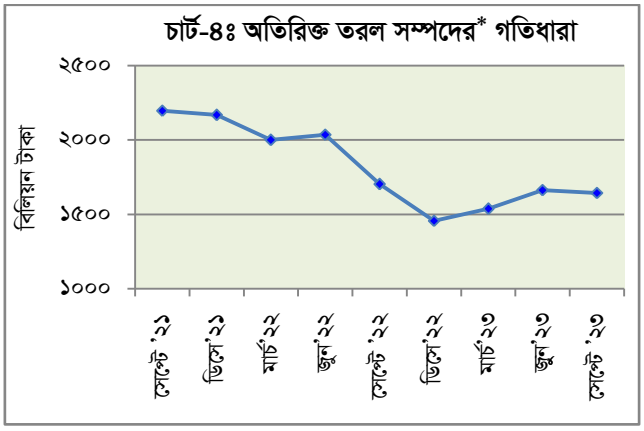

* সিআরআর ও এসএলআর সংরক্ষণ করার পর;
উৎসঃ ডিপার্টমেন্ট অব অফ-সাইটসুপারভিশন, বাংলাদেশ ব্যাংক।

৩। সুদ হার পরিস্থিতি

তফসিলি ব্যাংকগুলোর আমানতের (deposits) গড় ভারীত সুদ হার জুন'২৩ শেষের ৪.৩৮ শতাংশ এবং সেপ্টেম্বর'২২ শেষের ৪.০৯ শতাংশের তুলনায় বৃদ্ধি পেয়ে সেপ্টেম্বর'২৩ শেষে ৪.৫২ শতাংশে দাঁড়িয়েছে। অন্যদিকে, আগামের (advances) গড় ভারীত সুদ হার জুন'২৩ শেষের ৭.৩১ শতাংশ এবং সেপ্টেম্বর'২২ শেষের ৭.১২ শতাংশ হতে বৃদ্ধি পেয়ে সেপ্টেম্বর'২৩ শেষে ৭.৮৩ শতাংশে দাঁড়িয়েছে (চার্ট-৫)। গড়-ভারীত সুদহার বৃদ্ধিতে বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক গৃহীত কয়েক দফায় নীতি সুদহার বৃদ্ধি, আমানতে সুদহার পরিসীমা প্রত্যাহার এবং ঋণের সুদহার বাজারমুখী করার প্রয়াসের পাশাপাশি ব্যাংকিং খাতে তারল্য চাপের উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রয়েছে বলে প্রতীয়মান হয়।

উল্লেখ্য, আমানতের সুদ হারের চেয়ে ঋণের সুদ হার বেশি বৃদ্ধির ফলে সুদহার ব্যাপ্তি (interest rate spread) জুন'২৩ এর ২.৯৩ শতাংশ থেকে বৃদ্ধি পেয়ে সেপ্টেম্বর'২৩ শেষে দাঁড়িয়েছে ৩.৩১ শতাংশ।

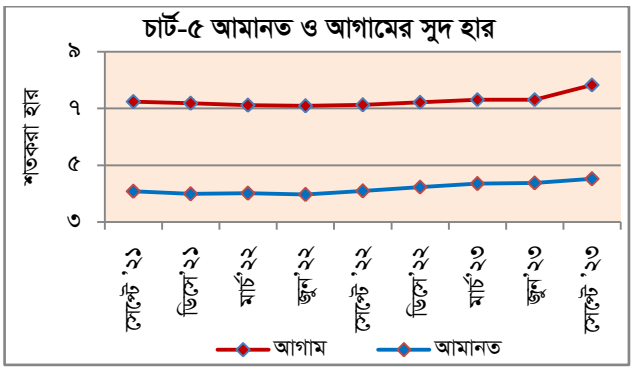

উৎসঃ পরিসংখ্যান বিভাগ, বাংলাদেশ ব্যাংক।

৪। মোট শ্রেণিবিন্যাসিত ঋণের অনুপাত

ব্যাংকিং ব্যবস্থায় মোট ঋণে শ্রেণিবিন্যাসিত ঋণের (NPL) অনুপাত[২] সেপ্টেম্বর'২৩ শেষে ৯.৯৩ শতাংশে দাঁড়ায়, যা জুন'২৩ ও সেপ্টেম্বর'২২ শেষে ছিল যথাক্রমে ১০.১১ শতাংশ ও ৯.৩৬ শতাংশ। মূলতঃ করোনা পরবর্তীকালে ব্যাংকিং খাতের শ্রেণিবিন্যাসিত ঋণে ঊর্ধ্বমুখীতা পরিলক্ষিত হলেও পরবর্তীতে ঋণ শ্রেণীবিন্যাসিতকরণের বিধি-বিধান কঠোর করার কারণে সেপ্টেম্বর'২৩ শেষে তা সামান্য হ্রাস পেয়েছে (চার্ট-৬)। NPL হ্রাস এবং প্রদত্ত ঋণের যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিতকরণে, ইচ্ছাকৃত খেলাপী ঋণগ্রহীতা চিহ্নিতকরণ ও যথাযথ শাস্তিমূলক ব্যবস্থাদির সুস্পষ্ট নীতিমালাসহ গেজেট আকারে প্রকাশিত ব্যাংক-কোম্পানী (সংশোধন) আইন, ২০২৩ (২০২৩ সনের ১৩ নং আইন) গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে।

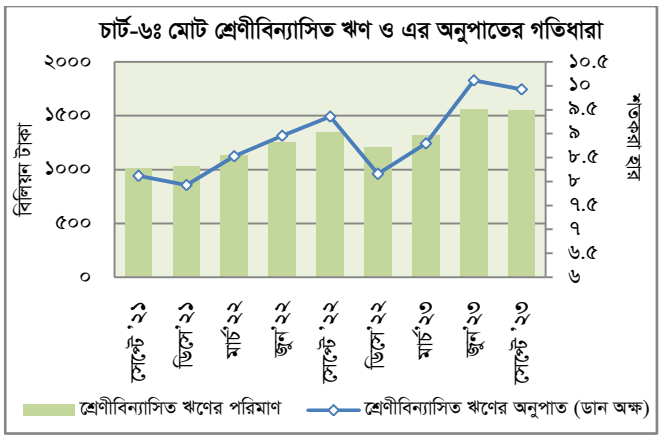

উৎসঃ ব্যাংকিং প্রবিধি ও নীতি বিভাগ, বাংলাদেশ ব্যাংক।

৫। মূল্যস্ফীতি[৩]

নভেম্বর'২৩ শেষে পয়েন্ট-টু-পয়েন্ট ভিত্তিক মূল্যস্ফীতি কিছুটা হ্রাস পেয়ে ৯.৪৯ শতাংশে দাঁড়ালেও নিম্নতর base effect এর কারণে বারো মাসের গড় মূল্যস্ফীতি বৃদ্ধি পেয়ে ৯.৪২ শতাংশে দাঁড়িয়েছে। মূলতঃ পয়েন্ট-টু-পয়েন্ট ভিত্তিক খাদ্য-মূল্যস্ফীতি বৃদ্ধি সত্ত্বেও অগাস্ট'২৩ থেকে খাদ্য-বহির্ভূত মূল্যস্ফীতি হ্রাস পাওয়ায় পয়েন্ট-টু-পয়েন্ট ভিত্তিক মূল্যস্ফীতি সামান্য হ্রাস পেয়েছে।

গড় ভিত্তিক খাদ্য-মূল্যস্ফীতি ও খাদ্য-বহির্ভূত মূল্যস্ফীতি নভেম্বর'২৩ শেষে দাঁড়ায় যথাক্রমে ৯.৯৫ শতাংশ ও ৯.১৭ শতাংশ। অপরদিকে পয়েন্ট-টু-পয়েন্ট ভিত্তিক খাদ্য-মূল্যস্ফীতি ও খাদ্য-বহির্ভূত মূল্যস্ফীতি নভেম্বর'২৩ শেষে দাঁড়ায় যথাক্রমে ১০.৭৬ শতাংশ ও ৮.১৬ শতাংশ ।

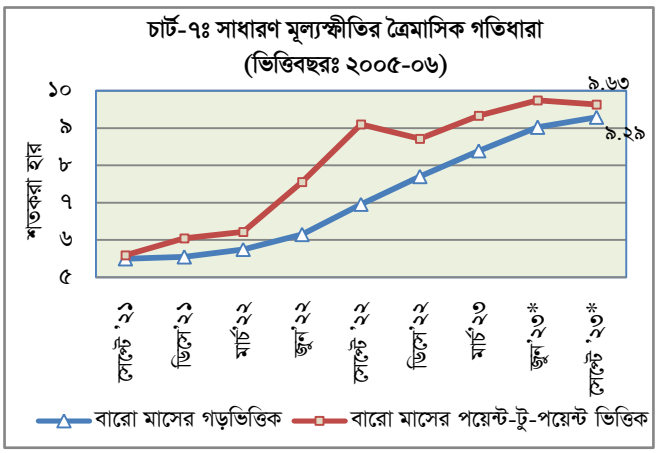

উৎসঃ বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো। * ভিত্তিবছরঃ ২০২১-২২

[২] মোট শ্রেণীবিন্যাসিত ঋণের অনুপাত = (মোট শ্রেণীবিন্যাসিত ঋণ স্থিতি/মোট ঋণ স্থিতি)।

[৩] এপ্রিল'২৩ হতে ভিত্তিবছর ২০২১-২২=১০০

জ্বালানি মূল্যের ঊর্ধ্বমুখী সমন্বয়, transport cost বৃদ্ধি এবং বিনিময় হারে অবচিতি সাম্প্রতিক উচ্চ মূল্যস্ফীতির প্রভাবকরূপে কাজ করছে। তবে, বিশ্ব বাজারের পণ্য মূল্যে নিম্নমুখী গতিধারা, আমন ধানের ফলন ভালো হওয়ার সম্ভাবনা এবং আসন্ন নির্বাচন পরবর্তী রাজনৈতিক পরিস্থিতির স্থিতিশীলতার প্রত্যাশায় জুন'২৪ এ গড় মূল্যস্ফীতি বর্তমানের চেয়ে কিছুটা নামিয়ে আনা সম্ভব হবে বলে প্রত্যাশা করা হচ্ছে।

অর্থ ও ঋণ পরিস্থিতিসহ জুলাই-সেপ্টেম্বর ২০২৩ ত্রৈমাসিকে নির্বাচিত কিছু সূচকের তুলনামূলক অবস্থা সংযোজনী-১ তে তুলে ধরা হলো।

৬। মুদ্রা বাজার কার্যক্রম

মুদ্রানীতির আলোকে ব্যাংক ব্যবস্থায় তারল্য পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ এবং আন্তঃব্যাংক বাজারে কল মানি সুদহার স্থিতিশীল রাখার জন্য কেন্দ্রীয় ব্যাংক কর্তৃক রেপো নিলাম পরিচালনা করা হয়। মুদ্রানীতির ট্রান্সমিশন চ্যানেলসমূহ অধিকতর কার্যকর করার লক্ষ্যে বাংলাদেশ ব্যাংকে একটি সুষম (symmetric) 'নীতি সুদহার করিডোর' ১লা জুলাই ২০২৩ হতে কার্যকরী রয়েছে। উক্ত নীতি সুদহার করিডোরে, ওভারনাইট রেপো সুদহারকে নীতি সুদহার হিসেবে বিবেচনা করে ৬.০০ শতাংশ হতে ৫০ বেসিস পয়েন্ট বৃদ্ধি করে ৬.৫০ শতাংশে পুনঃনির্ধারণ করা হয়েছে। এছাড়া, স্পেশাল রেপো সুদহারকে করিডোরের উর্দ্ধসীমা বা স্ট্যান্ডিং লেন্ডিং ফ্যাসিলিটি (এসএলএফ) হিসেবে অভিহিত করে ৯.০০ শতাংশ হতে ৫০ বেসিস পয়েন্ট হ্রাস করে ৮.৫০ শতাংশে এবং রিভার্স রেপো সুদহারকে নিম্নসীমা বা স্ট্যান্ডিং ডিপোজিট ফ্যাসিলিটি (এসডিএফ) হিসেবে অভিহিত করে ৪.২৫ শতাংশ হতে ২৫ বেসিস পয়েন্ট বৃদ্ধি করে ৪.৫০ শতাংশে পুনঃনির্ধারণ করা হয়, যা জুলাই-সেপ্টেম্বর ২০২৩ ত্রৈমাসিকেও কার্যকরী ছিল।

কল মানিঃ জুলাই-সেপ্টেম্বর ২০২৩ ত্রৈমাসিকে কল মানি মার্কেটে সুদ হার দৈনিক ভিত্তিতে সর্বনিম্ন ৪.২৫ শতাংশ এবং সর্বোচ্চ ৮.০০ শতাংশের মধ্যে সীমিত থাকে। আলোচ্য ত্রৈমাসিকে কল মানি মার্কেটে মোট ৪২৬৯.৪৬ বিলিয়ন টাকা লেনদেন হয়, যা পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিকের ৩৬৮০.০২ বিলিয়ন টাকার তুলনায় ১৬.০২ শতাংশ বেশি। কলমানি মার্কেটে লেনদেন বৃদ্ধির পাশাপাশি গড় ভারীত সুদ হার জুন'২৩ শেষের ৬.০৬ শতাংশ থেকে বৃদ্ধি পেয়ে সেপ্টেম্বর'২৩ শেষে ৬.৪১ শতাংশে দাঁড়ায়।

রেপো[৪] নিলামঃ জুলাই-সেপ্টেম্বর ২০২৩ ত্রৈমাসিকে দৈনিক ভিত্তিতে ব্যাংকসমূহের জন্য রেপো এর ৬১টি নিলাম অনুষ্ঠিত হয়। এ সকল নিলামে ১-৪ দিন মেয়াদি ২১১৫.৭৩ বিলিয়ন টাকার ১৮৬১টি দরপত্র এবং ৭ দিন মেয়াদি ১৭৭৬.২০ বিলিয়ন টাকার ১৫০৫টি দরপত্র গৃহীত হয়। পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিকে দৈনিক ভিত্তিতে ব্যাংকসমূহের জন্য রেপো এর ৫৬টি নিলাম এবং উক্ত নিলামসমূহে ১-৬ দিন মেয়াদি ১২২৩.৮০ বিলিয়ন টাকার ১০৮৭টি দরপত্র, ৭ দিন মেয়াদি ১১৩৪.০৫ বিলিয়ন টাকার ১৫৩০টি দরপত্র এবং ১৪ দিন মেয়াদি ১৯২.৫০ বিলিয়ন টাকার ১৯০টি দরপত্র গৃহীত হয়েছিল। উল্লেখ্য, ব্যাংকসমূহের তারল্য চাহিদা বজায় থাকায় রেপো নিলামের মাধ্যমে ঋণ গ্রহণ পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিকের তুলনায় অনেকাংশে বৃদ্ধি পেয়েছে।

স্ট্যান্ডিং ডিপোজিট ফ্যাসিলিটি[৫]ঃ মুদ্রাবাজারে তারল্য চাপ অনুভূত হওয়ায় বাজারে স্থিতিশীলতা বজায় রাখার স্বার্থে আলোচ্য ত্রৈমাসিক ও পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিকে স্ট্যান্ডিং ডিপোজিট ফ্যাসিলিটির কোন নিলাম অনুষ্ঠিত হয়নি।

সরকারি ট্রেজারি বিলঃ আলোচ্য ত্রৈমাসিকে ট্রেজারি বিলের সাপ্তাহিক ভিত্তিতে ১২টি নিলাম অনুষ্ঠিত হয়। এসব নিলামে পূর্ব নির্ধারিত মোট ৮৯২.০০ বিলিয়ন টাকা লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে ৭২৫.৯৭ বিলিয়ন টাকা অভিহিত মূল্যের (face value) ১০১৫টি দরপত্র গৃহীত হয়। এছাড়া, মোট ৯০.০৪ বিলিয়ন টাকা বাংলাদেশ ব্যাংক বরাবর ডিভল্ব করা হয়। পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিকে মোট ৮০৫.০০ বিলিয়ন টাকা লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে ৫২২.০৮ বিলিয়ন টাকা অভিহিত মূল্যের (face value) ৭২২টি দরপত্র গৃহীত হয়েছিল এবং ২৬৪.৯০ বিলিয়ন টাকা বাংলাদেশ ব্যাংক বরাবর ডিভল্ব করা হয়েছিল। উল্লেখ্য, পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিকের তুলনায় আলোচ্য ত্রৈমাসিকে গৃহীত দরপত্রের পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়েছে।

---

[৪] দৈনিক ভিত্তিতে ব্যাংকসমূহের জন্য অনুষ্ঠিত রেপো নিলামে ওভারনাইট রেপো, লিকিউডিটি সাপোর্ট সুবিধা ও স্ট্যান্ডিং লেন্ডিং ফ্যাসিলিটি নিলাম অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

[৫] রিভার্স রেপো নিলামকে 'নীতি সুদহার করিডোর'-এর নিম্নসীমা স্ট্যান্ডিং ডিপোজিট ফ্যাসিলিটি হিসেবে অভিহিত করা হয়েছে।

বাংলাদেশ গভর্নমেন্ট ট্রেজারি বন্ডঃ আলোচ্য ত্রৈমাসিকে বিভিন্ন মেয়াদি ট্রেজারি বন্ডের মোট ১০টি নিলাম অনুষ্ঠিত হয়। এসব নিলামে পূর্ব নির্ধারিত মোট ২৭৫.৫০ বিলিয়ন টাকা লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে ১২৯.৮৮ বিলিয়ন টাকা অভিহিত মূল্যের (face value) ৫৮৭টি দরপত্র গৃহীত হয়। এছাড়া, ১০৩.৪৩ বিলিয়ন টাকা বাংলাদেশ ব্যাংক বরাবর ডিভল্ব করা হয়। উল্লেখ্য, পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিকের মোট ২১৬.০০ বিলিয়ন টাকা লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে ১০৩.২৫ বিলিয়ন টাকা অভিহিত মূল্যের (face value) ৩৪৪টি দরপত্র গৃহীত হয়েছিল এবং ১১২.৭৫ বিলিয়ন টাকা বাংলাদেশ ব্যাংক বরাবর ডিভল্ব করা হয়েছিল। উল্লেখ্য, পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিকের তুলনায় আলোচ্য ত্রৈমাসিকে গৃহীত দরপত্রের পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়েছে।

আলোচ্য ত্রৈমাসিকে বিভিন্ন মেয়াদি ট্রেজারি বন্ডের গৃহীত দরপত্রসমূহের ভারীত গড় বার্ষিক আয় এবং কুপন রেটের পরিসীমা ছিল যথাক্রমে ৮.৬৪৬০ শতাংশ থেকে ৯.৭৬৪১ শতাংশ এবং ৭.৮৯০০ শতাংশ থেকে ৯.২০০০ শতাংশ। আলোচ্য ত্রৈমাসিক শেষে সকল মেয়াদি ট্রেজারি বন্ডের মোট স্থিতির পরিমাণ দাঁড়ায় ৩৭৫৮.৬৪ বিলিয়ন টাকা, যা পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিক শেষের স্থিতির তুলনায় ৯৭.৮১ বিলিয়ন টাকা বা ২.৬৭ শতাংশ বেশি।

বাংলাদেশ ব্যাংক বিলঃ আলোচ্য ত্রৈমাসিকে বিভিন্ন মেয়াদি (০৭ দিন, ১৪ দিন ও ৩০ দিন মেয়াদি) বাংলাদেশ ব্যাংক বিলের কোন নিলাম অনুষ্ঠিত হয়নি। মূলতঃ সরকারি ট্রেজারি বিল ও বন্ডে পর্যাপ্ত বিনিয়োগ চাহিদা থাকায় আলোচ্য ত্রৈমাসিকে বাংলাদেশ ব্যাংক বিল ইস্যুর মাধ্যমে মুদ্রা বাজার হতে অর্থ উত্তোলনের প্রয়োজন হয়নি। ফলে, মেয়াদ পূর্তির পর নতুন বিল ইস্যু হওয়ায় সেপ্টেম্বর ২০২৩ শেষে বাংলাদেশ ব্যাংক বিলের স্থিতি ছিল শূন্য। উল্লেখ্য, পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিকেও বাংলাদেশ ব্যাংক বিলের কোন নিলাম অনুষ্ঠিত হয়নি।

ইসলামিক ব্যাংকস্ লিকুইডিটি ফ্যাসিলিটি (আইবিএলএফ)ঃ ১৪-দিন মেয়াদি 'Islamic Banks Liquidity Facility (IBLF)'-এর আওতায় বাংলাদেশ গভর্নমেন্ট ইনভেস্টমেন্ট সুকুক এর বিপরীতে তার অভিহিত মূল্যের (face value) ৫% মার্জিন রেখে অবশিষ্ট অর্থ ব্যাংকসমূহকে তারল্য সুবিধা দেওয়া হয়। আলোচ্য ত্রৈমাসিকে আইবিএলএফ-এর ৩৮টি নিলাম অনুষ্ঠিত হয় এবং ৪৩১.২৪ বিলিয়ন টাকা অভিহিত মূল্যের ১০৩টি দরপত্র গৃহীত হয়। পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিকে আইবিএলএফ নিলাম সংখ্যা ছিল ৪০টি এবং ৩৭৩.০২ বিলিয়ন টাকা অভিহিত মূল্যের ১০১টি দরপত্র গৃহীত হয়েছিল। উল্লেখ্য, পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিকের তুলনায় ইসলামী শরীয়াহ্ ব্যাংকসমূহের আইবিএলএফ এর আওতায় ঋণ গ্রহণ আলোচ্য ত্রৈমাসিকে কিছুটা বৃদ্ধি পেয়েছে।

৭। বৈদেশিক লেনদেন পরিস্থিতি

রপ্তানিঃ জুলাই-সেপ্টেম্বর ২০২৩ ত্রৈমাসিকে রপ্তানি আয় (এফওবি) পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিকের তুলনায় ০.৭৫ শতাংশ হ্রাস পেলেও পূর্ববর্তী বছরের একই ত্রৈমাসিকের তুলনায় ৯.৮৪ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়ে সেপ্টেম্বর'২৩ শেষে দাঁড়ায় ১২৯৩০.০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার।

আমদানিঃ আলোচ্য ত্রৈমাসিকে আমদানি ব্যয়ের (এফওবি) পরিমাণ পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিকের তুলনায় ৫.১৯ শতাংশ হ্রাস এবং পূর্ববর্তী বছরের একই ত্রৈমাসিকের তুলনায় ২৩.৭৬ শতাংশ হ্রাস পেয়ে সেপ্টেম্বর'২৩ শেষে দাঁড়ায় ১৪৭৫০.০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার।

রেমিট্যান্সঃ উক্ত ত্রৈমাসিকে প্রবাসী বাংলাদেশীদের প্রেরিত অর্থের পরিমাণ পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিকের তুলনায় ১২.০ শতাংশ হ্রাস এবং পূর্ববর্তী বছরের একই ত্রৈমাসিকের তুলনায় ১৩.৫ শতাংশ হ্রাস পেয়ে সেপ্টেম্বর'২৩ শেষে দাঁড়ায় ৪৯০৭.০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার।

বৈদেশিক লেনদেন ভারসাম্য (BOP)ঃ পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিকের তুলনায় জুলাই-সেপ্টেম্বর ২০২৩ সময়কালে রেমিট্যান্সের অন্তঃপ্রবাহ হ্রাস স্বত্ত্বেও রপ্তানি আয়ের প্রবৃদ্ধি ও আমদানি ব্যয়ের নিম্নমুখী গতিধারার সূত্রে বাণিজ্য ভারসাম্যে ঘাটতি অনেকটা হ্রাস পাওয়ার প্রেক্ষিতে চলতি হিসাব ভারসাম্যে (Current Account Balance) ১১১৯ মিলিয়ন মার্কিন ডলার উদ্ধৃত্ত হয়। অপরদিকে, জুলাই-সেপ্টেম্বর ২০২৩ সময়কালে অন্যান্য স্বল্প-মেয়াদি ঋণ (নীট) ও ট্রেড ক্রেডিট এর পরিশোধ উল্লেখযোগ্যভাবে বেড়ে যাওয়ায় আর্থিক হিসাবে (financial account) ৪০৭৭ মিলিয়ন ডলার ঘাটতি দেখা দেয় (সারণি-১)। ফলে, উল্লেখিত সময়ে লেনদেন ভারসাম্যের চলতি হিসাব উদ্ধৃত্ত হলেও আর্থিক হিসাবে উল্লেখযোগ্য পরিমাণ ঘাটতি হওয়ায় সার্বিক লেনদেন ভারসাম্যে ২৮৫৪ মিলিয়ন মার্কিন ডলার ঘাটতি দেখা দেয় যা মার্কিন ডলারের বিপরীতে টাকার

বিনিময় হারের উপর অবচিতি চাপ সৃষ্টি করে। পক্ষান্তরে, বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভের উপর নেতিবাচক চাপ সৃষ্টি হয়। বৈদেশিক লেনদেনের গতিধারা সারণী-১ এ তুলে ধরা হলো।

সারণি-১ ঃ বৈদেশিক লেনদেন ভারসাম্যের গতিধারা

(মিলিয়ন মার্কিন ডলার)

	অর্থবছর ২০২১-২২[স]	অর্থবছর ২০২২-২৩[সা]	জুলাই-সেপ্টেম্বর: অর্থবছর ২০২৩[স]	জুলাই-সেপ্টেম্বর: অর্থবছর'২৪[স,সা]
বাণিজ্যিক ভারসাম্য	**-৩৩২৫০**	**-১৭১৬৩**	**-৭৫৭৬**	**-১৮২০**
রপ্তানি (f.o.b)	৪৯২৪৫	৫২৩৩২	১১৭৭২	১২৯৩০
আমদানি (f.o.b)	৮২৪৯৫	৬৯৪৯৫	১৯৩৪৮	১৪৭৫০
সেবা	-৩৯৮৭	-৪৩৮৪	-১১১০	-১২০৯
প্রাইমারি ইনকাম	-২৭২৬	-৩৪০৭	-৮১৮	-৯১৬
সেকেন্ডারি ইনকাম	২১৭৬৭	২২২৮৯	৫৮২৬	৫০৬৪
প্রবাসীদের প্রেরিত রেমিট্যান্স	২১০৩২	২১৬১১	৫৬৭৩	৪৯০৭
চলতি হিসাবের ভারসাম্য	**-১৮১৯৬**	**-২৬৬৫**	**-৩৬৭৮**	**১১১৯**
মূলধনী হিসাব	৬১০	৪৭৫	৩৬	৪২
আর্থিক হিসাব	**১৬৬৯১**	**-২০৭৮**	**৮৩৯**	**-৪০৭৭**
সার্বিক লেনদেন ভারসাম্য	**-৬৬৫৬**	**-৮২২২**	**-৩৩১৫**	**-২৮৫৪**

স=সংশোধিত, সা =সাময়িক,

উৎস ঃ পরিসংখ্যান বিভাগ, বাংলাদেশ ব্যাংক।

৮। বিনিময় হার পরিস্থিতি

নামিক বিনিময় হার (Nominal Exchange Rate)

বৈদেশিক মুদ্রা বাজারে[৬] ডলার প্রতি টাকার মূল্যমান জুন'২৩ এবং সেপ্টেম্বর'২২ শেষের তুলনায় যথাক্রমে শতকরা ১.৯৪ ভাগ এবং ৮.১৪ ভাগ অবচিতি (depreciation) হয়ে সেপ্টেম্বর'২৩ শেষে ১১০.৫০ টাকায় দাঁড়ায় (চার্ট-৮)। উল্লেখ্য, জুন'২৩ এবং সেপ্টেম্বর '২২ শেষে টাকা-ডলার বিনিময় হার ছিল যথাক্রমে ১০৮.৩৬ এবং ১০১.৫০ টাকা। সর্বশেষ প্রাপ্ত তথ্যানুযায়ী, ১৪ ডিসেম্বর ২০২৩ তারিখে টাকা-ডলার বিনিময় হার দাঁড়িয়েছে ১১০.২৫ টাকা। বিনিময় হারের অবচিতি চাপ প্রশমনের লক্ষ্যে বাংলাদেশ ব্যাংক বৈদেশিক মুদ্রা বাজারে ডলার বিক্রয় করে। বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক জুলাই-নভেম্বর ২০২৩ সময়ে ৫৫৬৬.৩৮ মিলিয়ন মার্কিন ডলার নীট বিক্রয় করা হয়েছে। উল্লেখ্য, বিগত ২০২২-২৩ অর্থবছরে বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক ১৩৩৮৫.১৯ মিলিয়ন মার্কিন ডলার নীট বিক্রয় করা হয়েছিল।

চার্ট-৮ঃ টাকা-ডলার বিনিময় হার

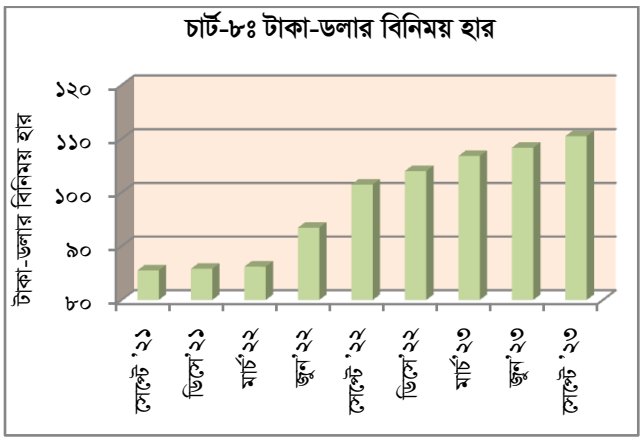

উৎসঃ মনিটারি পলিসি ডিপার্টমেন্ট, বাংলাদেশ ব্যাংক।

প্রকৃত কার্যকর বিনিময় হার সূচক (Real Effective Exchange Rate Index)

আলোচ্য ত্রৈমাসিকে টাকার প্রকৃত কার্যকর বিনিময় হার সূচক জুন ২০২৩ শেষের ১০২.০৩ থেকে ৪.৪৫ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়ে সেপ্টেম্বর ২০২৩ শেষে ১০৬.৫৭ এ দাঁড়ায়, যা পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিকে ০.৬ শতাংশ হ্রাস এবং পূর্ববর্তী বছরের একই ত্রৈমাসিকে ০.৯৫ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছিল। প্রধান বৈদেশিক বাণিজ্যে অংশীদার দেশসমূহের তুলনায় দেশের আপেক্ষিক মূল্য সূচকের মান বৃদ্ধি পাওয়ার কারণেই প্রকৃত কার্যকর বিনিময় হার সূচক আলোচ্য ত্রৈমাসিক শেষে বৃদ্ধি পেয়েছে বলে প্রতীয়মান হয়। সর্বশেষ প্রাপ্ত তথ্যানুযায়ী, নভেম্বর ২০২৩ শেষে প্রকৃত কার্যকর বিনিময় হার সূচক ১.৪১ শতাংশ হ্রাস পেয়ে ১০৫.০৭ এ দাঁড়িয়েছে।

[৬] টাকা-ডলার বিনিময় হারের (মাস শেষে) জন্য বাংলাদেশ ফরেন এক্সচেঞ্জ ডিলারস্ অ্যাসোসিয়েশন (BAFEDA) প্রদত্ত তথ্য ব্যবহার করা হয়েছে।

৯। বৈদেশিক মুদ্রার মজুদ

বহিঃখাতে স্থিতিশীলতা রক্ষা, বাধ্যতামূলক পরিশোধ নিশ্চিত করা এবং দেশীয় মুদ্রার স্থিতিশীলতা রক্ষার লক্ষ্যে বৈদেশিক মুদ্রার মজুদ সংরক্ষণ করা হয়। বৈদেশিক বাণিজ্য, প্রবাসী আয় (remittances), সরাসরি বৈদেশিক বিনিয়োগ, বৈদেশিক সাহায্য ও ঋণ এবং অন্যান্য বৈদেশিক (নীট) অন্তঃপ্রবাহের উপর রিজার্ভের পরিমাণ নির্ভর করে। সেপ্টেম্বর'২৩ শেষে গ্রস অফিসিয়াল রিজার্ভ দাঁড়ায় ২৬৯১১.০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার (চার্ট-৯), যা ৪.৭ মাসের সম্ভাব্য আমদানি ব্যয় মেটানোর জন্য পর্যাপ্ত। জুলাই-সেপ্টেম্বর ২০২৩ সময়ে সার্বিক লেনদেন ভারসাম্যে ঘাটতির সূত্রে টাকা-ডলার বিনিময় হারে অবচিতি চাপ প্রশমনের জন্য বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক ডলার বিক্রির মাধ্যমে বৈদেশিক মুদ্রাবাজারে হস্তক্ষেপ রিজার্ভে বিরূপ প্রভাব ফেলেছে। উল্লেখ্য, জুন'২৩ এবং সেপ্টেম্বর'২২ শেষে গ্রস রিজার্ভের পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ৩১২০৩.০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার (প্রায় ৪.৬ মাসের আমদানি ব্যয়ের সমান) এবং ৩৬৪৭৬.৪ মিলিয়ন মার্কিন ডলার (প্রায় ৬.৩ মাসের আমদানি ব্যয়ের সমান)। সর্বশেষ প্রাপ্ত তথ্যানুযায়ী, ৩১ ডিসেম্বর ২০২৩ তারিখে গ্রস রিজার্ভ এবং বিপিএম৬ অনুযায়ী রিজার্ভ দাঁড়িয়েছে যথাক্রমে ২৭১৩০.০৪ মিলিয়ন মার্কিন ডলার ও ২১৮৬৭.৫৬ মিলিয়ন মার্কিন ডলারে।

চার্ট-৯ঃ বৈদেশিক মুদ্রার মজুদ

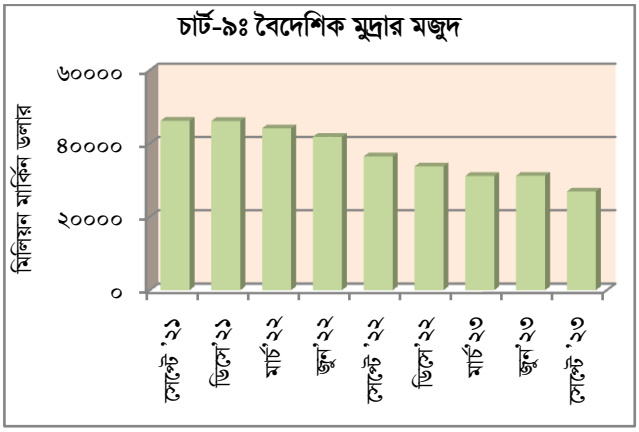

উৎসঃ একাউন্টস এন্ড বাজেটিং ডিপার্টমেন্ট, বাংলাদেশ ব্যাংক।

১০। জুলাই-সেপ্টেম্বর, ২০২৩ ত্রৈমাসিকে অর্থ ও ব্যাংকিং খাতে গৃহীত উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপসমূহ

- দেশের রপ্তানিমুখী শিল্পের বিকাশ ও প্রসারে চলমান ধারা অব্যাহত রাখার নিমিত্ত এবং অধিকতর দক্ষ ঋণ ব্যবস্থপনা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে প্রি-শিপমেন্ট রপ্তানি ঋণের সুদহার নির্ধারণের ক্ষেত্রে SMART এর সাথে সর্বোচ্চ ০২ শতাংশ হারে মার্জিন যোগ করে সুদহার নির্ধারণের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে। (বিস্তারিতঃ বিআরপিডি, ২৭ জুলাই ২০২৩, jul272023brpdl27.pdf (bb.org.bd))
- ঋণ আদায়ে উদ্ভূত আইনগত জটিলতা নিরসনে ঋণ প্রদানের নিমিত্ত গৃহীত/গৃহীতব্য চার্জ ডকুমেন্টসের বিষয়বস্তু ঋণ গ্রহীতা এবং জামিনদাতাসহ সংশ্লিষ্ট ৩য় ব্যক্তি/পক্ষকে পড়ে শুনানোর বিষয়টি নিশ্চিতকরণসহ উক্ত ডকুমেন্টসমূহে স্বাক্ষরের (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) পাশাপাশি তাদের উভয় হাতের বৃদ্ধাঙ্গুলির ছাপ (Thumb Impression) জাতীয় পরিচয়পত্রের (NID) জন্য সংরক্ষিত ডাটাবেইজ হতে যাচাইপূর্বক তা গ্রহণ করার জন্য তফসিলি ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহকে নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে। (বিস্তারিতঃ বিআরপিডি, ০২ আগস্ট ২০২৩, aug022023brpd15.pdf (bb.org.bd); ডিএফআইএম, ০৭ আগস্ট ২০২৩, aug072023dfim09.pdf (bb.org.bd))
- ডিজিটাল কমার্স ও পরিশোধ কার্যক্রম উৎসাহিত করা এবং গ্রাহক স্বার্থরক্ষাসহ সার্বিক কার্যক্রমের অধিকতর স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে 'মার্চেন্ট এ্যাকোয়ারিং ও এসক্রো সেবা নীতিমালা, ২০২৩' শীর্ষক সুনির্দিষ্ট পরিচালন নীতিমালা প্রনীত হয়েছে। (বিস্তারিতঃ পিএসডি, ২৬ সেপ্টেম্বর ২০২৩, sep262023psd10.pdf (bb.org.bd))
- বাজার ভিত্তিক সুদহার নীতিমালার সাথে সামঞ্জস্য বজায় রেখে রপ্তানি সহায়ক প্রাক-অর্থায়ন তহবিল (EFPF) এবং প্রি-শিপমেন্ট ক্রেডিট পুনঃঅর্থায়ন তহবিলের আওতায় নতুন ঋণ সুবিধা প্রদানের ক্ষেত্রে গ্রাহক পর্যায়ে সুদহার হবে সর্বোচ্চ ০৫ শতাংশ এবং অংশগ্রহণকারী ব্যাংকসমূহ (PFIs) কর্তৃক গৃহীত প্রাক-অর্থায়ন তহবিল ও পুনঃঅর্থায়ন সুবিধার বিপরীতে ০২ শতাংশ হারে সুদ প্রদান করতে হবে। (বিস্তারিতঃ বিআরপিডি, ১৩ আগস্ট ২০২৩, aug132023brpdl33.pdf (bb.org.bd))

১১। ব্যাংক ও আর্থিক খাতের স্বল্পমেয়াদি বর্তমান চ্যালেঞ্জ ও করণীয়সমূহ

- করোনা পরবর্তী বিশ্ব অর্থনীতি পুনরুদ্ধারের দিকে গতিশীল হলেও ২০২২ সালের শুরুতে রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধের প্রভাবে বিরাজমান বিশ্বব্যাপী অনিশ্চয়তা ও উচ্চ মূল্যস্ফীতির প্রেক্ষাপটে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রসহ বিভিন্ন দেশের কেন্দ্রীয় ব্যাংক কর্তৃক সংকোচনমূলক মুদ্রানীতি গ্রহণ করে, যা বর্তমানেও অব্যাহত রয়েছে। বৈশ্বিক আর্থিক খাতসমূহের উপর সৃষ্ট চাপের ফলে বাংলাদেশের ব্যাংকিং ও আর্থিক খাতও কতিপয় চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হচ্ছে। বৈশ্বিক সুদের হার বৃদ্ধির সাথে সাথে ডলারের বিপরীতে টাকার অবচিতির কারণে বৈদেশিক ঋণ গ্রহীতাকে বেশি মূল্য পরিশোধ করতে হচ্ছে, যা পক্ষান্তরে ব্যাংকিং খাতের মুনাফা হ্রাসের ঝুঁকি সৃষ্টি করছে। একইসাথে, বাংলাদেশ ব্যাংকের নীতি সুদ হারের বৃদ্ধি অভ্যন্তরীণ ঋণের তহবিল খরচ (cost of fund) কেও বৃদ্ধি করছে। অন্যদিকে, বিনিময় হারে স্থিতিশীলতা রক্ষার্থে বাংলাদেশ ব্যাংকের বৈদেশিক মুদ্রা বাজারে ডলার বিক্রয়ের ফলে ব্যাংকিং খাতের তারল্যে চাপ সৃষ্টি করতে পারে, যা অত্যন্ত সতর্কতার সাথে মোকাবেলা করতে হবে।
- মূল্যস্ফীতিকে সহনীয় পর্যায়ে রেখে কাঙ্ক্ষিত অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জন বর্তমানে আর্থিক খাতের অন্যতম বড় চ্যালেঞ্জ। উৎপাদনশীল ও বিনিয়োগবান্ধব খাতসমূহে প্রয়োজনীয় ঋণ সরবরাহ অব্যাহত রেখে একইসাথে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের সংকোচনমুখী নানাবিধ পদক্ষেপসমূহ গ্রহণের ফলে মূল্যস্ফীতিকে সীমিত পর্যায়ে রেখে কাঙ্ক্ষিত অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জন সম্ভব হবে বলে আশা করা যায়। এ প্রেক্ষাপটে, নিত্য প্রয়োজনীয় পণ্যের আমদানি প্রক্রিয়া সহজীকরণ করা এবং সরকার কর্তৃক নিবিড়ভাবে বাজার মনিটরিং মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখতে পারে। এছাড়া, বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক গৃহীত সংকোচনমূলক মুদ্রা নীতির পাশাপাশি রাজস্ব নীতিতে গৃহীত চলমান পদক্ষেপসমূহ এক্ষেত্রে সহায়ক ভূমিকা পালন করতে পারে।
- সাম্প্রতিককালে NPL অনুপাত সামান্য হ্রাস পেলেও ক্রমাগত NPL পরিমাণের বৃদ্ধি ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানে নজরদারী আরো জোরদার করার ইংগিত বহন করছে। উল্লেখ্য, ইচ্ছাকৃত খেলাপী ঋণগ্রহীতা চিহ্নিতকরণ এবং তাদের বিরুদ্ধে যথাযথ শাস্তিমূলক ব্যবস্থাদি ও সুস্পষ্ট নীতিমালা প্রণয়নপূর্বক ব্যাংক-কোম্পানী (সংশোধন) আইন, ২০২৩ (২০২৩ সনের ১৩ নং আইন) গেজেট আকারে (বাংলাদেশ গেজেট, অতিরিক্ত সংখ্যা, তারিখ: ২৬ জুন ২০২৩) প্রকাশিত হয়েছে।
- দীর্ঘমেয়াদি বিনিয়োগ ও দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে বন্ড মার্কেটের ভূমিকা অপরিসীম হলেও বন্ড মার্কেট তেমন বিকশিত হয়নি। এ পরিস্থিতিতে, অ-ব্যাংক আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহকে আন্তঃব্যাংক লেনদেনে নির্ভরশীলতা হ্রাস করে বন্ড ইস্যু করে দীর্ঘমেয়াদি তহবিল সংগ্রহের জন্য বাংলাদেশ ব্যাংক হতে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে।

উপসংহার

অর্থনীতির উৎপাদনশীল খাতগুলির জন্য প্রণোদনা প্যাকেজ বাস্তবায়ন এবং পুনঃঅর্থায়ন স্কিম প্রসারের মাধ্যমে সামগ্রিক যোগান ব্যবস্থা সমুন্নত রাখার সূত্রে দেশজ প্রবৃদ্ধির গতি বজায় রাখাসহ দ্রব্যমূল্যের স্থিতিশীলতা বজায় রাখার জন্য সরকারের নীতি পদক্ষেপ অনুসরণ করে বাংলাদেশ ব্যাংক নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। সাম্প্রতিক বৈশ্বিক পরিস্থিতিতে অর্থনীতির অগ্রাধিকার খাতসমূহ যেমন- কৃষি, রপ্তানিমুখী শিল্প ও সিএমএসএমই খাতে নিরবচ্ছিন্ন ঋণ প্রবাহের জন্য বাংলাদেশ ব্যাংকের প্রচেষ্টা অব্যাহত রয়েছে। এছাড়া, খেলাপী ঋণের মাত্রা হ্রাস, অর্থ ও ঋণ ব্যবস্থার ঝুঁকি হ্রাস, আমানতকারীদের স্বার্থ সুরক্ষা, ব্যাংকিং খাতে দায়-সম্পদে ভারসাম্যহীনতা রোধ এবং কাঙ্ক্ষিত অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জনের লক্ষ্যে উৎপাদনশীল খাতে ঋণ প্রবাহ বৃদ্ধি এবং অনুৎপাদনশীল খাতে ঋণ প্রবাহ সীমিতকরণের মাধ্যমে বিদ্যমান মূল্যস্ফীতির চাপ নিরসনে বাংলাদেশ ব্যাংক সদা সচেষ্ট রয়েছে।

গবেষণা বিভাগ

(মানি এন্ড ব্যাংকিং উইং)

নির্বাচিত কিছু সূচকের তুলনামূলক অবস্থা জুলাই-সেপ্টেম্বর, ২০২৩

সংযোজনী-১

(বিলিয়ন টাকায়)

	সেপ্টেম্বর	জুন	মার্চ	সেপ্টেম্বর	জুন	সেপ্টেম্বর	প রি ব র্ত ন স মূ হ				
	২০২৩	২০২৩	২০২৩	২০২২	২০২২	২০২১	জুন'২৩ এর	মার্চ'২৩ এর	জুন'২২ এর	সেপ্টেম্বর'২২ এর	সেপ্টেম্বর'২১ এর
							তুলনায় সেপ্টেম্বর'২৩	তুলনায় জুন'২৩	তুলনায় সেপ্টেম্বর'২২	তুলনায় সেপ্টেম্বর'২৩	তুলনায় সেপ্টেম্বর'২২
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২
১। নীট বৈদেশিক সম্পদ	২৯৩৩.১৮	৩১৬৭.২৮	৩০৯০.৮৩	৩৩৫৪.৪১	৩৬৪২.৯৯	৩৭৭৫.৮৯	-২৩৪.১০	৭৬.৪৫	-২৮৮.৫৮	-৪২১.২৩	-৪২১.৪৮
							-(৭.৩৯)	(২.৪৭)	-(৭.৯২)	-(১২.৫৬)	-(১১.১৬)
২। নীট অভ্যন্তরীণ সম্পদ (ক+খ)	১৫৮৩৯.২৮	১৫৭০৪.৪০	১৪৬৯৫.৭৮	১৩৮৭৩.৮৭	১৩৪৩৮.২৪	১২০৮২.২৭	১৩৪.৮৮	১০০৮.৬২	৪৩৫.৬৩	১৯৬৫.৪১	১৭৯১.৬০
							(০.৮৬)	(৬.৮৬)	(৩.২৪)	(১৪.১৭)	(১৪.৮৩)
ক) মোট অভ্যন্তরীণ ঋণ	১৯৩০৫.৭১	১৯২৬৭.৭১	১৮১৫৯.৫৭	১৭১০০.৭৩	১৬৭১৭.৫০	১৪৬৮৯.০৩	৩৮.০০	১১০৮.১৪	৩৮৩.২৩	২২০৪.৯৮	২৪১১.৭০
							(০.২০)	(৬.১০)	(২.২৯)	(১২.৮৯)	(১৬.৪২)
i) সরকারি খাত (নীট)	৩৭০৯.২১	৩৮৭৩.৫	৩২৪৫.৬২	২৯২৪.৯২	২৮৩৩.১৫	২২৭৫.৪৫	-১৬৪.২৯	৬২৭.৮৮	৯১.৭৭	৭৮৪.২৯	৬৪৯.৪৭
							-(৪.২৪)	(১৯.৩৫)	(৩.২৪)	(২৬.৮১)	(২৮.৫৪)
ii) অন্যান্য সরকারি খাত	৪৬৫.৯৬	৪৫১.৬৫	৪৪৫.৮৭	৩৮১.৬৮	৩৭১.৯৯	৩০৬.৩৬	১৪.৩১	৫.৭৮	৯.৬৯	৮৪.২৮	৭৫.৩২
							(৩.১৭)	(১.৩০)	(২.৬০)	(২২.০৮)	(২৪.৫৯)
iii) বেসরকারি খাত	১৫১৩০.৫৪	১৪৯৪২.৫৬	১৪৪৬৮.০৮	১৩৭৯৪.১৩	১৩৫১২.৩৬	১২১০৭.২২	১৮৭.৯৮	৪৭৪.৪৮	২৮১.৭৭	১৩৩৬.৪১	১৬৮৬.৯১
							(১.২৬)	(৩.২৮)	(২.০৯)	(৯.৬৯)	(১৩.৯৩)
খ) অন্যান্য সম্পদ (নীট)	-৩৪৬৬.৪৩	-৩৫৬৩.৩১	-৩৪৬৩.৭৯	-৩২২৬.৮৬	-৩২৭৯.২৬	-২৬০৬.৭৬	৯৬.৮৮	-৯৯.৫২	৫২.৪০	-২৩৯.৫৭	-৬২০.১০
							(২.৭২)	-(২.৮৭)	(১.৬০)	-(৭.৪২)	-(২৩.৭৯)
৩। মুদ্রা যোগান (এম২) (১+২)	১৮৭৭২.৪৬	১৮৮৭১.৬৮	১৭৭৮৬.৬১	১৭২২৮.২৮	১৭০৮১.২৩	১৫৮৫৮.১৬	-৯৯.২২	১০৮৫.০৭	১৪৭.০৫	১৫৪৪.১৮	১৩৭০.১২
							-(০.৫৩)	(৬.১০)	(০.৮৬)	(৮.৯৬)	(৮.৬৪)
ক) সংকীর্ণ মুদ্রা	৪৪০০.১৭	৪৯১৮.৮৮	৪৩৫২.৫২	৪১৮৪.৪৯	৪২৫৯.০৫	৩৬৬৫.৬৭	-৫১৮.৭১	৫৬৬.৩৬	-৭৪.৫৬	২১৫.৬৮	৫১৮.৮২
							-(১০.৫৫)	(১৩.০১)	-(১.৭৫)	(৫.১৫)	(১৪.১৫)
i) জনগণের হাতে থাকা মুদ্রা	২৫৩৫.০৫	২৯১৯.১৪	২৫৪৬.৬৯	২৩৯৯.৯৮	২৩৬৪.৪৯	২০৯৬.১৮	-৩৮৪.০৯	৩৭২.৪৫	৩৫.৪৯	১৩৫.০৭	৩০৩.৮০
							-(১৩.১৬)	(১৪.৬২)	(১.৫০)	(৫.৬৩)	(১৪.৪৯)
ii) তলবি আমানত	১৮৬৫.১২	১৯৯৯.৭৪	১৮০৫.৮৪	১৭৮৪.৫১	১৮৯৪.৫৬	১৫৬৯.৪৮	-১৩৪.৬২	১৯৩.৯০	-১১০.০৫	৮০.৬১	২১৫.০৩
							-(৬.৭৩)	(১০.৭৪)	-(৫.৮১)	(৪.৫২)	(১৩.৭০)
খ) মেয়াদি আমানত	১৪৩৭২.২৯	১৩৯৫২.৮০	১৩৪৩৪.০৮	১৩০৪৩.৭৯	১২৮২২.১৮	১২১৯২.৫	৪১৯.৪৯	৫১৮.৭২	২২১.৬১	১৩২৮.৫০	৮৫১.২৯
							(৩.০১)	(৩.৮৬)	(১.৭৩)	(১০.১৮)	(৬.৯৮)
৪। রিজার্ভ মুদ্রা	৩৪৪২.৩৪	৩৮৩৫.৮৫	৩৪৫৬.০২	৩৪০০.৮	৩৪৭১.৬২	৩২৩৩.৩৪	-৩৯৩.৫১	৩৭৯.৮৩	-৭০.৮২	৪১.৫৪	১৬৭.৪৬
							-(১০.২৬)	(১০.৯৯)	-(২.০৪)	(১.২২)	(৫.১৮)
ক) নীট বৈদেশিক সম্পদ	২৫৮৯.৭৮	২৮৭৪.৯৮	২৮২০.১৮	৩১৯০.৩৭	৩৪৭৭.৫৮	৩৬১৭.৩০	-২৮৫.২০	৫৪.৮০	-২৮৭.২১	-৬০০.৫৯	-৪২৬.৯৩
							-(৯.৯২)	(১.৯৪)	-(৮.২৬)	-(১৮.৮৩)	-(১১.৮০)
খ) নীট অভ্যন্তরীণ সম্পদ	৮৫২.৫৬	৯৬০.৮৭	৬৩৫.৮৪	২১০.৪৩	-৫.৯৬	-৩৮৩.৯৬	-১০৮.৩১	৩২৫.০৩	২১৬.৩৯	৬৪২.১৩	৫৯৪.৩৯
							-(১১.২৭)	(৫১.১২)	(৩৬৩০.৭০)	(৩০৫.১৫)	(১৫৪.৮১)
৫। বাংলাদেশ ব্যাংক হতে গৃহীত	১২৯০.৪	১৫৭৪.১২	১১১৭.৯৮	৭১৬.৬৩	৫৪৯.৩	৭২.৭৩	-২৮৩.৭২	৪৫৬.১৪	১৬৭.৩৩	৫৭৩.৭৭	৬৪৩.৯০
সরকারের নীট ঋণ							-(১৮.০২)	(৪০.৮০)	(৩০.৪৬)	(৮০.০৭)	(৮৮৫.৩৩)
৬। বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ	২৬৯১১.০	৩১২০৩.০	৩১১৪২.৭	৩৬৪৭৬.৪	৪১৮২৬.৭	৪৬২০০.০					
(মিলিয়ন মার্কিন ডলার)											
৭। অতিরিক্ত তরল সম্পদ (বিলিয়ন টাকায়)#	১৬৪৪.৪০	১৬৬২.৮৮	১৫৩৭.৬০	১৭০৩.২৫	২০৩৪.৩৫	২১৯৫.৮৮					
৮। শ্রেণীবিন্যাসিত ঋণের পরিমাণ (বিলিয়ন টাকায়)	১৫৫৩.৯৮	১৫৬০.৩৯	১৩১৬.২১	১৩৪৩.৯৬	১২৫২.৫৮	১০১১.৫					
শ্রেণীবিন্যাসিত ঋণের অনুপাত(%)	৯.৯৩	১০.১১	৮.৮০	৯.৩৬	৮.৯৬	৮.১২					
৯। টাকা-ডলার বিনিময় হার	১১০.৫০	১০৮.৩৬	১০৬.৮০	১০১.৫০	৯৩.৪৫	৮৫.৫০					
(মাস শেষে)											
১০। প্রকৃত কার্যকর বিনিময় হার	১০৬.৫৭*	১০২.০৩	১০২.৬৫	১১২.৩৬	১১১.৩০	১১৫.২২					
(REER) সূচক (ভিত্তি বছর ২০১৫-১৬)											
১১। মূল্যস্ফীতির হার (বার মাসের গড় ভিত্তিক)	৯.২৯	৯.০২	৮.৩৯	৬.৯৬	৬.১৫	৫.৫০					
(ভিত্তি বছর ২০০৫-০৬ এবং ২০২১-২২)©											

উৎস : পরিসংখ্যান বিভাগ, মনিটারি পলিসি ডিপার্টমেন্ট, ব্যাংকিং প্রবিধি ও নীতি বিভাগ ও ডিপার্টমেন্ট অব অফসাইট সুপারভিশন, বাংলাদেশ ব্যাংক।

নোটঃ বন্ধনীভূক্ত সংখ্যাগুলো পরিবর্তনের শতকরা হার নির্দেশক;

#= সিআরআর ও এসএলআর সংরক্ষণ করার পর; *= প্রাক্কলিত; ©= এপ্রিল'২৩ হতে ভিত্তিবছর ২০২১-২২।